বুদ্ধির পরীক্ষা

(রোহিত নস্কর)

কিসের একটি ভীষন জোরে ভাঙার শব্দে আর্চমকায় ঘুমটি ভেঙে গেল।বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দেখি দেওয়ালে টাঙ্গানো মোনালিসার ছবিটি মাটিতে পড়ে ফ্রেমটি দুই টুকরো হয়ে গেছে আর এই ভাল কাজটি করে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির কাজের লোক কাশিরাম আমায় দেখে ভয়ে বললো বুঝতে পারেনি মুছতে গিয়ে পড়ে গেছে।ওকে আমি আর তেমন কিছু বললাম না শুধু ওকে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে এর পড় থেকে দেখে কাজ করো আর ছবিটি দোকানে দিয়ে আসবে।এখন চা আর খবরে কাগজটি আমার রুমে দিয়ে যাও।এই বলে ফিরে এলাম নিজের রুমে।একটি সিগারেট ধরিয়ে খাটের উপর বসে পড়লাম আর তাতে লম্বা লম্বা টান দিতে থাকলাম।মিনিট দুয়ের মধ্যে চা আর খবরে কাগজ নিয়ে এলো কাশিরাম।কাশিরাম-দাদাবাবু এই নিন চা -খবরে কাগজ আর হ্যাঁ বড়বাবু ফোন করেছিলেন বলেন কি দরকার আপনার সাথে।আমাকে ডাকলে না কেন ।না আমি তো বল্লুম যে আপনাকে ডাকবো তিনি কইলেন না ঠাক ঘুম থেকে উঠলে বলিস আমাকে ফোন করতে।আমি জিজ্ঞেসা করলাম- নিতিশ কোথায়।আজ্ঞে ছোট দাদাবাবু তো প্রিন্সকে নিয়ে মানিংওকে গেছেন।ওকে তুমি যাও নিতিশ ফিরলে আমার সাথে দেখা করতে বলো।নিতিশ আমার ছোটভাই ও এখন ক্লাস নাইনে পড়ে আর বড় দাদাবাবুটি হলো আমাদের দাদান অর্থ্যাৎ ঠাকুরদা।উনার হাত ধরে তো গোয়েন্দা জগতে পা রেখেছি।১৯৭০-১৯৮১ সাল পর্য্যন্ত অনেক বড় বড় ঘটনার রহস্যভেদ করেছিলেন বিখ্যাত গোয়েন্দা দেব হালদার অর্থ্যাৎ আমার দাদান।উনার কাছ থেকে আমি গোয়েন্দা শিক্ষা অর্জন করেছি আমি।নিতিশ আমাকে ভীষন সাহায্য করে আর এক জন আছে আমাকে ভীষন সাহায্য সেটা আমাদের কুকুর প্রিন্স।প্রিন্স অন্তত সাহসী আর বুদ্ধিমান কুকুর।

যাইহোক টেবিল থেকে ফোন এনে দাদান কল করলাম।বুঝতে পারলাম দাদান কল ধরেছেন আমি বললাম আপনি কল করেছিলেন কি হয়েছে।দাদান বললো আজ একটু এই বাড়ি আসতে পারবে দাদুভাই।আমি বললাম হ্যাঁ তবে কিছু হয়েছে দাদান।দাদাদ বললেন সেটা যে এখানে না আসলে যে বলতে পারবো না দাদুভাই।আমি কি তাহলে রামুকে রান্না বসাতে বলি।আমি বললাম ঠিক আছে আমি যাবো।তারপর দাদান ফোনটি রেখে দেন।দাদানের কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লাম।আবার একটি সিগারেট ধরিয়ে টান লাগলাম আর সাত-পাঁচ কথা ভাবতে লাগলাম।এরই মধ্যে নিতিশ এসে উপস্থিত বললো ধীবরদা কি হয়েছে কাশিরামদা বললো তুমি নাকি ডেকেছো।আমি বললাম হ্যাঁ দাদান ফোন করেছিল এখনি যেতে হবে তুই রেডি হয়ে নে।আর হ্যাঁ কাশিরামদাকে বলে দিস আমাদের জন্য রান্না করতে না।ঠিক আচ্ছে এখনি বলে দিচ্ছি।দুজনে পনেরো মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আর যাবার সময় কাশিরাম বলে গেলাম যদি কোন দরকারি ফোন বা চিঠি আসলে যেন আমাকে জানানো হয়।কলকাতা থেকে রানাঘাট প্রায় ঘন্টা দেড়েক মত সময় লাগলো।দাদান বাড়ি যেতে তা প্রায় দুপুর তখন।দরজার কড়া নাড়তেই দরজাটি খুললো রামুদা আমাদের দেখে রামুদা বললো আরে দাদাবাবুরা এসে গেছো। বড়বাবু তোমাদের জন্য আপেক্ষা করছে।আমায় বলে দিয়েছে তোমরা আসলে উনার ঘরে পাঠিয়ে দিতে।তোমরা কি জলখাবার খাবে দাদাবাবুরা।আমি বললাম যা ইচ্ছে নিয়ে এসো খুব খিদে পেয়েছে।নিতিশ বললো আমার ও।রামুদা তোমরা আমি জলখাবার নিয়ে যাচ্ছি।আমরা দুজনে সিড়ি দিয়ে দাদানের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।দাদানের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বললাম দাদান ভিতরে আসবো।দাদান বললো আরে দাদুভাইরা এসো এসো ক্যাম হেয়ার মাই স্যান।তোমাদের জন্যই তো অপেক্ষা করছি।আমি আর নিতিশ প্রণাম করলাম।তারপর জিজ্ঞেসা আপনার শরীর ভাল আছে তো।হ্যাঁ হ্যাঁ ভীষন ভাল আছি।আমার কিছু হয়নি।কথা শুনে মনে শান্তি পেলাম।আমি দাদানকে বললাম তা হলে যে আসতে বললেন যে আজই।সব বলছি তার আগে বলো তো তোমারা আজ দুপুরে কি খাবে।আমি বললাম প্রিয় খাবার আলু পোস্ত আর ডাল।দাদান রামুদাকে ডেকে ডাল-আলু পোস্ত-পাঁপড় ভাজা করতে বললো।তা নিতিশ দাদুভাই তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে।নিতিশ বললো খুব ভাল।অংকে কতো নম্বর পেলে এই পরিক্ষায়।নিতিশ ৯৮ দাদান।বাঃ বাঃ ভেরি গুড ভেরি গুড ম্যাই স্যান ।যাইহোক তোমাদের যার জন্য ডাকা সেই কাজটি সেরে ফেলি।নিতিশ বললো কি কাজ দাদান।ধীবর দাদুভাইকে আজ একটা পরিক্ষা দিতে হবে।নিতিশ বললো পরিক্ষা।হ্যাঁ দাদুভাই এ হলো বুদ্ধিমত্তার পরিক্ষা।কি

দাদুভাই তুমি প্রস্তুত তো।আমি বললাম একদম দাদান।তোমাদের কাছে পাঁচ মিনিট দিলাম পুরো বাড়ি ঘুরে এসো।দাদনের কথা মতো সারা বাড়ি ঘুরে আসলাম।দাদান বললো তাহলে এবার বলো দেখি দাদুভাইরা আমার ঘরে কি কি পরির্বতন হয়েছে। নিতিশ দাদুভাই আগে তুমি বলো।নিতিশ বললো ঠাকুর ঘরে. আগে এগারোটি শিব লিঙ্গ ছিল এখন বারো হয়েছে।একটা রাধাকৃষ্ণের ছবি লাগানো হয়েছে আর....আর....আর হ্যাঁ এই ঘরে এই বাঘের ছবি পরির্বতন করা হয়েছে। ভেরি গুড ভেরি গুড তবে দাদুভাই আরো যে আছে তুমি তো সব কটা বলোনি এখনো।কি ধীবর দাদুভাই ঠিক না ভুল তুমি বলো।আমি বললাম ঠিক বলেছেন।দাদান তাহলে তুমি বলো দেখি।আমি বললাম আমার পিছনে টেবিলে রাখা লাফিং বুদ্ধটিকে কোনো ভাবে ভেঙ্গে গেছে আমাদের আসার আগে এবং তাকে আঠা জাতীয় কোনো তরল পর্দাথ লাগানো হয়েছে কিছুক্ষন আগে যা এখনো শুকায় নি এর ফলে।আপনার জানলার ছিটকানি গুলো পরির্বতন করেছেন।আর সবচেয়ে বড় বাপ্যার যেটা সেটা হল আপনার বাবার দেওয়া সোনার হুঁকোটা এখানে নেই।দাদান বললো তার মানে ওই তো রাখা আছে।নিতিশ তখন বললো হ্যাঁ ওই তো রাখা।আমি বললাম না ওটা সোনার না পিতলের।সোনারটা আপনি লুকিয়ে রেখেছেন আমাদের বাগানে তাই তো দাদান কারণ দাদানে তো কোনো দিন বাগানের শখ ছিল না সেই দাদানের ধুতিতে যদি চোরা ঘাস লেগে তাহলে বুঝে নিতে হয় কোনো খুব দরকারে গেছেন ওখানে। আর আজ সবচেয়ে দরকারটি কাজ হল হুঁকটি লুকিয়ে রেখে আমার বুদ্ধির পরিক্ষা নেওয়া।আমার কথা দাদান আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন তারপর বললেন তুমি বুদ্ধির পরিক্ষায় দাদুভাই পুরো ১০০ তে ১০০ পেয়ে গেলে।তুমি আমার উপযুক্ত ছাত্র ম্যাই স্যান ।আর্শিবাদ করছি তুমি অনেক বড় হও দাদুভাই।তারপর দাদান আমাকে Detective Rudy Jones এবং Detective Anthony Simonaitis উপহার দেন।এই বই দুটি পেয়ে ভীষন আনন্দ পাই আমি কারণ আমার প্রিয় গোয়েন্দার এরা দুজনে।দাদানকে ধন্যবাদ জানাই আমি।এরই মধ্যে রামুদা এলো গরম গরম লুচি আর আলুদম নিয়ে।দাদান বললেন নাও এবার তোমরা এখন জলখাবার খেয়ে নাও।

সমাপ্ত